দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 DEC 2002
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

সিলেট : সুনামগঞ্জের নারায়ণতলা হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ —জনকণ্ঠ

আদিবাসীদের আলো দিচ্ছে যে স্কুল

সালাম মশরুর, সিলেট অফিস

হাওড়বেষ্টিত সীমান্তবর্তী জেলা সুনামগঞ্জের নিভৃত পল্লীতে তিল তিল করে গড়ে ওঠা একটি বিদ্যালয় সম্প্রীতির পাশাপাশি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষায়। সিলেট বিভাগের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত একমাত্র মিশনারি বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা নানা ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার নারায়ণতলা এলাকায় নারায়ণতলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয় নামের এই বিদ্যানিকেতনটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৫১ সালে। তৎকালীন সময়ে একটি কুঁড়েঘরে হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হয় এর শিক্ষা কার্যক্রম। হাঁটি হাঁটি পা পা করে দিন মাস বছর অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলটি প্রভূত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত থেকেও।

> বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা নানা ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে

স্কুলটি সরেজমিন পরিদর্শনকালে নবম শ্রেণীর ছাত্র এ্যান্তনী স্যাডি (রুবেল) জানায়, সে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চায়। আর যেন তার গ্রামের কাউকে বিনা চিকিৎসায় মরতে না হয়। রুবেল গত বছর এ স্কুল থেকেই ট্যালেন্টপুল বৃত্তি লাভ করে। একই ক্লাসের নন্দিতা হাজংকে বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও — এ প্রশ্ন করা হলে তাদের মতে জানায় সে শিক্ষিকা হতে চায়। তেমনি প্রতিটি ক্লাসের শিক্ষার্থীরাই অনাগত স্বপ্নে বিভোর।

১৯৫১ সালে ভারতের মাদ্রাজ থেকে আগত মিশনারি [illegible] কালাম প্রথমে ঐ স্থানে একটি কুঁড়েঘর স্থাপন করে বসবাস শুরু করেন। ঐ সময় এখানে তিনি উপাসনা ও ধর্মীয় অন্যান্য বিষয়ে আদিবাসীদের শিক্ষা দিতেন। পরে তাঁর প্রচেষ্টা ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী স্থানে ছন ও বাঁশ দিয়ে তৈরি একটি কাঁচা ঘরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় স্কুলের কার্যক্রম। এর পর ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এর পরিধি এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। ১৯৯৩ সালে কারিতাসের আর্থিক সহায়তায় ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় দোতলা ২২ রুমের একটি ভবন। স্কুলে গারো, খাসিয়া, মনিপুরী, হাজং, উড়াং, সাঁওতাল, মুন্ডা ও পাত্র সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে ছাড়াও হিন্দু এবং মুসলিম পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করছে। বর্তমানে স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৪৫। এর মধ্যে ৩০৪ জন ছেলে এবং ২৪১ জন মেয়ে। এটি সিলেট বিভাগের একমাত্র মিশনারি স্কুল হওয়ার কারণে বিভিন্ন উপজেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেক অভিভাবকই মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্কুলকে বেছে নিয়ে এ স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করে দেন। তবে দূর-দূরান্তের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আলাদা হোস্টেল। মিশনারিজ এই স্কুলের ৩টি হোস্টেলে বসবাসরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮০। এরা এ বিভাগের কুলাউড়া, জাফলং, কানাইঘাট, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারা, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের বিভিন্ন চা বাগানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে। এটি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের নিভৃত পল্লীর স্কুল হলেও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি উল্লেখ করার মতো। বর্তমানে নারায়ণতলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ১৪ জন। তন্মধ্যে ১০ জন শিক্ষক, ৪ জন শিক্ষিকা। বাবা-মায়ের স্নেহের মতোই তাঁদের পাঠদান শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৩০ ছাত্রছাত্রীর সবাই কৃতকার্য হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বেড়ে গেছে উৎসাহ-উদ্দীপনা। এদের মধ্যে ১৪ জন ছিল বিজ্ঞান বিভাগের এবং বাকি ১৬ জন মানবিক বিভাগের। এখান থেকে ১৩ জন পায় এ গ্রেড এবং বাকি ১৭ জন লাভ করে বি গ্রেড। তবে হাতে গোনা কয়েকটি সমস্যায় কিছুটা হলেও শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে বিজ্ঞানাগার ও পাঠাগারের বই সঙ্কট এবং বেঞ্চ সমস্যা অন্যতম, পাশাপাশি নেই ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার সামগ্রী। তবে এলাকার শতাধিক ছেলেমেয়ে বৃষ্টি ও বন্যার সময় স্কুলে আসতে পারে না ধলাই নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া ও স্কুল পার্শ্ববর্তী রাস্তায় সেতু না থাকায়।